



141103 - ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত নারী যনিরোয়ার ব্যাপারে সন্দহীন

প্রশ্ন

আমি ২৪ বছর বয়সী ময়ে। আমার বয়স যখন ১৭ বছর ছিল তখন আমি OCD (বাধ্যগত শূচবায়ু বা ওয়াসওয়াসা) রোগে আক্রান্ত ছিলাম। কিছু সময় পর আমি এর চিকিৎসা নিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার সমস্যাটি আছে এবং আমাকে অনেকে কষ্ট দিয়ে। ইদানিং কখনও কখনও কিছু চিন্তার উদ্ভব হচ্চে যে: 'আমি যখন সেকেন্ডারি স্কুলে সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম তখন আমি ইচ্ছা করে রোযা রাখতাম না এবং এখনও আমি ইচ্ছা করে রোযা রাখছি না'। অথচ আমার স্মরণ পড়ছে না যে, আমি রোযা রাখনি। এ রোগের কারণে আমি অনেকে কিছু ভুলে যাই; স্মরণ করতে পারি না। এটা কি ঠিকি যে, হতে পারে আমি রোযা রাখনি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যহেতু আপনি স্মরণ করতে পারছেন না যে, আপনি রিমযানের রোযা রাখেননি সুতরাং এ ধরণের সন্দেহে শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। আলমেগণ এ সংক্রান্ত একটি নীতি উল্লেখ করেছেন: কোন মুসলিম কোন একটি ইবাদত সমাপ্ত করার পর যদি সন্দেহের উদ্ভব হয় তার ইবাদত কি সহি; নাকি নয়? এ সন্দেহের দিকে ভ্রুক্ষেপে করা যাবে না এবং ইবাদত পালন সহি।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। ইবাদত সমাপ্ত করার পর সন্দেহ হলে ইবাদতের উপর সটোর কোন প্রভাব নাই। কিছু মানুষ নামায শেষ করে সালাম ফরিয়ে ফেলার পর শয়তান এসে বলে: তুমি সূরা ফাতহা পড়নি। তুমি একবারের বেশি সিজদা দাওনি। সে ব্যক্তিকে এ ধরণের সন্দেহে ছুড়ে মারতে হবে। কনেনা ইবাদত সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সন্দেহের কোন প্রভাব নাই।

অনেক মানুষ আছে খুবই সন্দেহপ্রবণ। সন্দেহে ছাড়া কোন ইবাদত পালন করতে পারে না। এ ব্যক্তিও সন্দেহকে ছুড়ে মারবেন; সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবেন না। কনেনা এটাই হচ্ছে কুমন্ত্রণা। [সমাপ্ত] [দুর্বুস ওয়া ফাতাওয়াল হারাম আল-মাদানী (পৃষ্ঠা-১৫৩)]



এই আলোচনার ভিত্তিতে আপনার কাছে কোন শয়তান এসে যদি আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যে, 'আপনি রীযা রাখতেন না' আপনি এ সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবেন না এবং এটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করবেন না।

এ সংক্রান্ত একটি মজার ঘটনা ইবনুল জাওয়াযি (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন:

"আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এক লোক আবু হাযমে এর কাছে এসে তাকে বলল: আমার কাছে শয়তান এসে বলে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলেছে। এভাবে সে আমার মাঝে সন্দেহ তৈরি করে। তখন তিনি তাকে বললেন: তুমি কি তাকে তালাক দাওনি? সে বলল: না। তিনি বললেন: তুমি কি গতকাল আমার কাছে এসে তাকে তালাক দাওনি? সে বলল: আল্লাহর কসম আমি আজকরে আগে আপনার কাছে আসিনি এবং কোনভাবেই তাকে তালাক দিই নাই। তখন তিনি তাকে বললেন: যখন শয়তান তোমার কাছে আসবে তখন আমার কাছে যত্নে কসম করছে ঠিকি শয়তানকেও সতর্ক কসম করে বলবে। এভাবে তুমি নিরাপদ থাকতে পারবে।"[আল-আযকিয়া (পৃষ্ঠা-৩১) থেকে সমাপ্ত]

এ ধরণের কুমন্ত্রণার সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা হল— আল্লাহর যিকরি, আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এরপর এসব কুমন্ত্রণাকে এড়িয়ে যাওয়া, এগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপে না করা। তাই এ চিন্তাগুলোককে অপনোদন করতে হবে। এ চিন্তাগুলোককে বাড়তে দেওয়া ও চলতে দেওয়া যাবে না। যদিও মানুষের মনের জন্য এটা করা কঠিন; কিন্তু এটাই হল এর চিকিৎসা।

গুরুত্বপূর্ণ বধায় [62839](#) নং প্রশ্নোত্তরটিও পড়তে পারেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।